The Simplest Path To Success – Belief and Honest Deeds

কয়েকদিন যাবত এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম। আজ কুরআনের ১০১ নির্দেশিকা পড়তে যেয়ে বিভিন্ন সোর্স ঘেঁটে একটু পড়াশুনা করেই ফেললাম।
আল্লাহ তা'আলা ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন, এই আশা নিয়ে সবার সাথে শেয়ার করলাম ।

[©NBA_ 03.07.2020]

.

।এক।
সূরা মায়িদাহ ৫, আয়াত ৯-
"আল্লাহ্ ওয়াদা করছেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর বিরাট পুরস্কার (জান্নাত)"।
Surah Mayidah 5, Ayat 9-
Allah has promised those who believe (in the Oneness of Allah) and do deeds of righteousness/, that for them there is forgiveness and a great reward (i.e. Paradise).

.

আল কুরআনে বহুবার জোর দিয়ে ঈমান ও সৎকর্মের তাগিদ দেয়া হয়েছে। সহজেই অনুমেয়, ইহকালীণ ও অনন্ত পরকালীন জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের উপায় এই 'ঈমান ও সৎকর্ম'।

.

সূরা ফাতিহা'র ৫ নাম্বার আয়াতের মাধ্যমে আমরা প্রত্যহ যে দুয়া টি করে থাকি ---
"ইহ দিনাস্ব সিরাত আল মুস্তাকিম" (আমাদেরকে সরল সোজা পথ দেখাও)
৬ নাম্বার আয়াত-
"সিরাত আল্লাজিনা আন আমতা আলাইহিম" (ওইসব লোকের পথ যাদের প্রতি তুমি (আল্লাহ) নিয়ামত অর্পণ করেছ)

.

এই 'সিরাত আল মুস্তাকিম' (সরল সোজা পথ) - এর সিরাত (পথ) হলো 'ঈমান', আর মুস্তাকিম (সরল সোজা) মানেই হল 'সৎকর্ম'।

.

অনুরূপ 'ঈমান ও সৎকাজ' এর নির্দেশনা সম্বলিত আরো অনেক আয়াতের মধ্যে কয়েকটি - (২:২৫), (১০:৯), (৫:৯), (১৮:১০৭-১০৮), (২৪:৫৫), (২৯:৭), (৯৮:৭), (৯৫:৪-৬), (১০৩:২-৩), (১৬:৯৭), (১৮:৮৮)।

.

ধৈর্য ও কৌতূহল সহকারে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কারণ হল, প্রকৃত সাফল্যের মূলমন্ত্র এই দুইটা শব্দের মধ্যেই নিহিত - বিশ্বাস ও সৎকাজ। দেখছিও, কুরআনে এ নিয়েই বারংবার জোড় দিয়ে বলা হচ্ছে। ধর্মের মূলমন্ত্রই যে ভালো কর্ম, আর সাথে বিশ্বাস, তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

.
।দুই। (ইসলাম ডট নেট -রেফারেন্স)
‘সৎ কাজ’ বা ‘নেক আমল’ বা ‘ভালো কাজ’ কুরআনের ভাষায় (আরবি)'আমলে সালাহ'। এই সৎকর্ম বা, আমলে সালেহ এর মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাপক এবং অর্থবহ।
.
বিখ্যাত আরবি ইংরেজি অভিধান ‘মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়া আল মুয়াসিরাহ’ তে (by Milton Cowan) 'সালেহ' (صَلَحَ) শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে নিম্নরূপ:
.
to be good (ভালো হওয়া),
right (সঠিক) ,
proper (উপযুক্ত),
in order,
righteous,
pious Godly (ধার্মিক)
to be well,
to be usable,
practicable,
suitable,
appropriate (যথোপযুক্ত)
to be admissible,
permissible.
to be valid.
to put in order,
settle,
adjust,
make amends.
to mend,
improve,
fix,
repair.
to make peace,
become reconciled,
make up.
to poster peace (between),
reconcile (among people).
to make suitable,

modify.
to reform.
to remove,
remedy.
to make arable,
reclaim,
cultivate.
to further,
promote,
encourage.
bring good luck.
to agree,
accept,
adopt..

.
এই ('সালেহ') থেকে গঠিত শব্দগুলোর অর্থ লেখা হয়েছে নিম্নরূপ:

.
সুল্হ: Peace, settlement, composition, compromise, peace-making.

.
সালাহ্: goodness, properness, rightness; practicability.

.
সালাহিয়্যাহ: fitness, efficiency; practicability, proper, competence.

.
ইসলাহ: restoration, improvement, correction; adjustment, remedying, elimination, establishment of peace; compromise, peace-making.

.
সালেহ্: good, right, proper, sound; through, substantial, out and out, solid, ; virtuous, pious, devout, goodly; usable, useful, practicable, serviceable, suitable, appropriate; fit for action.

.
আমরা জানি ‘আমল’ মানে- কর্ম ও আচরণ। তাহলে ‘আমলে সালেহ’ বা সৎকর্ম এর মানে মূলত সেই সব কর্ম ও আচরণ যা 'সালেহ' শব্দ মূলের অর্থের মধ্যে এবং 'সালেহ' থেকে গঠিত শব্দ সমূহের মর্মের মধ্যে নিহিত।

.
উপরে বর্ণিত আভিধানিক অর্থের আলোকে, সৎকর্ম বা ‘আমলে সালেহ্’ মানে- সেইসব কর্ম ও আচরণ, যা ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সৎ, সঠিক, যথার্থ, গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ নির্দেশিত, সর্বজন স্বীকৃত ন্যায্য ও বাস্তব।

.
সৎকর্ম বা আমলে সালেহ্ মানে- শান্তি, শান্তি স্থাপন, সমঝোতা স্থাপন, মিলে মিশে চলা, নিষ্পত্তি করে নেয়া। মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। সমঝোতা করে চলা, সন্ধি স্থাপন করা। মীমাংসা করে নেয়া। সংযমশীল হওয়া।
সৎকর্ম বা আমলে সালেহ্ মানে- যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও উপযুক্ততা অর্জন করা, যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের কাজ করা, নিজেকে যোগ্য, প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বানানোর কাজ করা। ধারণ ক্ষমতা ও সক্ষমতা অর্জন করা।
সৎকর্ম বা আমলে সালেহ্ মানে সেইসব কাজ- যা উপকারী, সাহায্যকারী, কল্যাণকর, উন্নতিদানকারী; যা সুবিধাদানকারী, ফলদায়ক, লাভজনক।
সৎকর্ম বা আমলে সালেহ্ অর্থ- সংস্কার, সংশোধন, পরিমার্জন, পুননির্মাণ, পুণর্বহাল, পুনর্মিলন, নিরাময়, খাদ পরিশোধন ও পরিশুদ্ধির কাজ করা।
সৎকর্ম বা আমলে সালেহ্ মানে- পরামর্শ করে কাজ করা, উপদেশ গ্রহণ করা, স্বীকৃত পন্থায় কাজ করা।
আমলে সালেহ্ মানে- ভদ্র, সৌজন্য মূলক এবং সুন্দর ও চমৎকার আচরণ করা।
.
.
।তিন।
সাফল্য অর্জনের জন্যে আমলে সালেহ বা সৎকাজ এর ভিত্তি হতে হবে ঈমান।
ঈমান বিহীন আমলে সালেহ্ নিষ্ফল। মানুষের আমল বা কর্ম ও আচরণ আট প্রকার :
.
(ক)
১. সর্ব স্বীকৃত মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ।
২. জঘন্য দুষ্কর্ম ও অপরাধ মূলক কাজ।
৩. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহর শরিয়ায় অপছন্দনীয় কাজ।
৪. আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ায় নিষিদ্ধ কাজ।
.
(খ)
৫. সর্বস্বীকৃত ভালো ও প্রশংসনীয় কাজ।
৬. সর্বোৎকৃষ্ট ও কল্যাণময় কাজ।
৭. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহর শরিয়ায় পছন্দনীয় কাজ।
৮. আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ায় বিধিবদ্ধ ও নির্দেশিত কাজ।
.
.
(খ) এর চার প্রকারের কাজই আমলে সালেহ্। আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ আল কুরআনের একটি

পরিভাষা। তাই কুরআনের পরিভাষায় ঈমান-এর ভিত্তিতে বা ঈমান এনে অথবা মুমিন অবস্থায় এই চার প্রকারের কাজ করা হলে সেগুলো আমলে সালেহ্ হিসেবে গণ্য হবে।

.

উল্লেখ্য, সর্বস্বীকৃত ভালো ও মন্দ কাজ ইসলামি শরিয়তেও ভালো এবং মন্দ কাজ হিসেবে অনুমোদিত।

.

উপরে "সালাহা" থেকে উদগত সবগুলো শব্দের যেসব আভিধানিক অর্থ ও মর্ম উল্লেখ করা হয়েছে, ঈমানদার অবস্থায় বা ঈমানের ভিত্তিতে সে কাজগুলো করা হলে, সেগুলো সবই 'আমলে সালেহ্' বা সৎকাজ বলে গণ্য হবে।

.

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী এসব সৎ আমল করে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং যেসব পুরস্কার ও শুভ প্রতিফলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা লাভ করবে। ইন শা আল্লাহ।

.

এবং এটাই ইহকালীন এবং অনন্ত পরকালীন সাফল্যের একমাত্র সহজ সরল পথ (সিরাত আল মুস্তাকিম)।

.

জাজাকাল্লাহ খাইরান (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন)

****